



উত্তরা কল্যাণ সমিতি সেক্টর-৪

সড়ক নং-৬/এ, উত্তরা মডেল টাউন ঢাকা।
সভাপতি ও চেয়ার (স্বয়ং) স্বাক্ষরিত হয়েছে, স্বাক্ষর সম্পন্নকৃত ও কলম দেওয়া

তারিখঃ- ২৭/০৩/২০১৮ইং

নির্বাহী কমিটির (২০১৮-২০১৯) ৩য় সভার কার্যবিবরণী :

উত্তরা কল্যাণ সমিতি সেক্টর-৪ এর (২০১৮-২০১৯) নির্বাহী কমিটির ৩য় সভা গত ০২ মার্চ ২০১৮ ইং রোজ শুক্রবার সকাল ৯.৩০ ঘটিকায় সমিতির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মেজর (অবঃ) আনিছুর রহমান। সভায় নির্বাহী কমিটির ২০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। জনাব সহিদ সরওয়ার সভায় অনুপস্থিত ছিলেন।

- ১.০ পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও তর্জমা করেন নির্বাহী সদস্য লে.কর্ণেল (অবঃ) মোহাম্মদ হোসাইন।
- ২.০ সভাপতি মহোদয়ের সূচনা বক্তব্য :

সভাপতি মহোদয় কোরআন তেলাওয়াতের জন্য নির্বাহী সদস্য লে.কর্ণেল (অবঃ) মোহাম্মদ হোসাইনকে ধন্যবাদ জানান। নব গঠিত কমিটির ৩য় সভা এটি। মাসে একবার কার্যনির্বাহী কমিটির মিটিংয়ে আসি এই জন্য যে, গত মাসে আমাদের প্রত্যেকের করণীয় কি ছিল যার যার অবস্থানে থেকে আমরা কতটুকু করতে পেরেছি এবং আগামী দিনে কি করবো এটার রিভিউ ও পর্যালোচনা করা হইলো মিটিং এর প্রকৃত উদ্দেশ্য। প্রকৃতপক্ষে কমিটির গতমুণ্ডাতিক উদ্দেশ্য হলো শান্তি, শৃঙ্খলা ও সস্তীতি বজায় রেখে ৪নং সেক্টরের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা। সিকিউরিটির জন্য আমাদের কর্মী বাহিনী আছে, ফনজারভেন্ডারী জন্য আছে লোকজন, এদের ঠিকমতো যদি চালিয়ে নিতে পারি তাহলে এই সেক্টরে কারো কোন অভিমোঘ থাকবে না আর তখন আমরা একটি আত্ম ভূক্তি পাবো। যেহেতু এটা একটি শেখােসো বা কাজ তাই দায়বদ্ধতা থাকবে আমাদের নিজেদের কাছে, নিজেদের বিবেচনার কাছে। এখানে লক্ষণীয় যে, ২০১৮-১৯ সনের উন্নয়নে সেক্টরবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে আমাদের পুরো প্যালেলেকে বিপুল ভোট উপহার দেয়াই প্রমাণ করে দেয় এই প্যানেলের প্রতি আত্মভূক্তি ও ভালবাসা। এজন্য সেক্টরবাসীর উন্নয়নকে আরও বেগবান করতে আমাদেরকে স্বপ্ররোপিত হয়ে উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি করতে হবে। জনাব আতিকুল ইসলাম ২১শে ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠানটিকে সর্বাঙ্গীণ ভাবে সুন্দর ভাবে পরিচালনা করার জন্য আমাদের সহযোগিতা চেয়েছেন, আমরা সকলে তা করেছি। তার সঙ্গে আরও সহযোগী প্রতিষ্ঠান ছিলো হাট হাট খাই খাই ও বাংলাদেশ ক্লাব। এ জন্য আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে এত বড় অনুষ্ঠান আমাদের মাঠে সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমরা সবাই জানি বিগত ২৭/০২/২০১৮ইং তারিখ মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টার সময় রাজউকের চেয়ারম্যান জনাব আব্দুর রহমান এবং মেম্বার (এক্সট্রা) আমজাদ হোসেন এবং এখানকার উত্তরা অফিসের সহ-পরিচালক মোঃ ইলিয়াস মোস্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী খান মোঃ বেলাল সাহেব ছাড়াও আরও কিছু ব্যক্তিবর্গ এখানে এসেছিলেন। সেক্টরের উন্নয়নের স্বার্থে অনেক আলোচনাই হয়েছে। উল্লেখ যোগ্য কাজের কিছু প্রতিশ্রুতি ও আমাদেরকে দিয়েছেন। এর মধ্যে রাজউকের সম্পূর্ণ খরচে মাঠের চাহপাশের ওয়াল মেরামত ও পার্কে ২টি বাথরুম তৈরীর আশ্বাস দিয়েছেন। এছাড়াও সমিতির অফিস ও ব্যারাক বর্ধিতকরণ ও মাঠ পার্কের উন্নয়নে বিভিন্ন সহযোগীতার কথা ও ব্যক্ত করেন।

1



নির্বাহী কমিটির সভাপতি ও চেয়ার (স্বয়ং) স্বাক্ষরিত হয়েছে, স্বাক্ষর সম্পন্নকৃত ও কলম দেওয়া



উত্তরা কল্যাণ সমিতি সেক্টর-৪

সড়ক নং-৬/এ, উত্তরা মডেল টাউন ঢাকা।
সভাপতি ও চেয়ার (স্বয়ং) স্বাক্ষরিত হয়েছে, স্বাক্ষর সম্পন্নকৃত ও কলম দেওয়া

- ৩.০ সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক বিগত সভার কার্যবিবরণী আলোচনার পর তা অনুমোদন দেওয়া হয়। যেহেতু মাঠে একাডেমীর উন্নয়ন অনুষ্ঠান ছিলো, তাই আলোচনা খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে হয়।
- ৪.০ কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক ফেব্রুয়ারী-১৮ এর সকল আয়-ব্যয় সভায় আলোচনা সাপেক্ষে অনুমোদিত হয়। যা নিচে তুলে ধরা হলো।

প্রকৃত আয়ঃ	
মাসিক সার্ভিস চার্জ	: ১০,৩৫,৮০০/-
বাৎসরিক চাঁদা	: ৩৫০০/-
মাঠ, পার্ক	: ১,৮১,৯০০/-
হেলথ কেয়ার এন্ড ওয়েল ফেয়ার	: ১৫০০০/-
মোট	: ১২,৩৬,২০০/-
প্রকৃত ব্যয়ঃ	
বেতন ও অগ্রিম	: ১০,৭১,৩১১/-
ছাপা ও মনোহারী	: ১২,৪৭৫/-
আসবাব পত্র ও যন্ত্রপাতি ক্রয়	: ৩,৭৭৫/-
সভা ও অনুষ্ঠান	: ৮,৩১৩/-
মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	: ৩৬,৭১৫/-
ইউটিলিটি বিল	: ৩০,৬৬৮/-
বিবিধ	: ১৩,৮৬০/-
বিভিন্ন উন্নয়ন খাতে ব্যয়	: ৫৫,৪৭০/-
সর্বমোট:	: ১২,৫৮,২৯৫/-
প্রারম্ভিক স্থিতি:	: ৭৭,৮৯,৯০৮/-
সমাপনী স্থিতি:	: ৭৫,৭২,৮১৩/-
আয়ের অধিক ব্যয়	: ২২,০৯৫/-

কোষাধ্যক্ষ সাহেব আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হওয়ার উদ্বেগ প্রকাশ করেন। আয় কিভাবে বাড়ানো যায় এবং ব্যয় কিভাবে কমানো যায় তা নিয়ে তিনি আলোচনা করেন। তবে ২১ শে ফেব্রুয়ারীতে বাজেটের অতিরিক্ত ৩৪ হাজার টাকা খরচের টানি বিশেষ ধরনের ব্যয় বলেন। ৮ জন পার্টকে সোনালী কর্মসম্পন্নের মাধ্যমে বিদায়ের জন্য ২,২৭,০০০ টাকা খরচের কথা অবহিত করেন সকলের। যা সকলেই অনুমোদন দেন।

2



নির্বাহী কমিটির সভাপতি ও চেয়ার (স্বয়ং) স্বাক্ষরিত হয়েছে, স্বাক্ষর সম্পন্নকৃত ও কলম দেওয়া



উত্তরা কল্যাণ সমিতি সেক্টর-৪

সড়ক নং-৬/এ, উত্তরা মডেল টাউন ঢাকা।
সভাপতি ও চেয়ার (স্বয়ং) স্বাক্ষরিত হয়েছে, স্বাক্ষর সম্পন্নকৃত ও কলম দেওয়া

- ৫.০ ২০১৮ সালের বাজেট সভার প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা :
- গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বাজেট সভা সম্পন্ন করতে হবে। যেহেতু সাধারণ সম্পাদক সাহেব দেশের বাইরে থাকবেন তাই বাজেট সভা ১৩ই এপ্রিল ২০১৮ ধার্য করা হয়। একই মঞ্চে পরের দিন ১লা বৈশাখের অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
- ৬.০ পুরাতন সদস্যদের তথ্য হাল নাগাদকরণ ও সার্ভিস চার্জ আদায় সক্রমিত আলোচনা :
- সভাপতি মহোদয় বলেন সকলের তথ্যই হালনাগাদ করতে হবে। যেহেতু সব তথ্য কম্পিউটারাইজড করব তাই এগুলো আমাদের দরকার।
- সার্ভিস চার্জ আদায় সক্রমিত ব্যাপারে সভাপতি মহোদয় বলেন অনেক দোকান , ডেভেলপার আছে যাদের কাছ থেকে আমরা সার্ভিস চার্জ আদায় করতে পারিনা বা করিনা, করা হলে সমিতির আয় বাড়বে। জনাব নাসির জামিল বলেন হোটেল / রেস্টুরেন্ট গুলো থেকে চাঁদা বাড়িয়ে নিতে হবে, আর এই সিদ্ধান্ত নির্বাহী সভায় অনুমোদন থাকলেই হবে। সকল ডেভেলপার থেকে মাসিক চাঁদা ২ হাজার থেকে ৫ হাজার টাকা। সোভাউন ২ হাজার টাকা। ছোট দোকান থেকে ১০০০/- ও বড় দোকান থেকে হবে ৩০০০/- টাকা। হোটেল/ রেস্টুরেন্ট এবং আবাসিক হোটেল ৭০০০/- টাকা করা যেতে পারে। কেউ কেউ ৩০০০/- টাকা করেও দিচ্ছে। বিদ্যালয় গুলোর চাঁদা ৩-১০ হাজার টাকা। পপুলার, হলি ল্যান্ড তাদের কাছ থেকে কোন টাকা পাওয়া যায় না। সহ সভাপতি জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ সাহেব পপুলার থেকে মাসে ১০,০০০/- টাকা ধরার কথা বললেন।
- শায়েক্তাখান রোডের মাথায় রেলওয়ে সংলগ্ন পরিত্যক্ত জায়গা বরাদ্দ নিয়ে সেখানে পার্কিং এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- নাসির জামিল বলেন সার্ভিস প্রোভাইডারদের কাছ থেকে আমরা যদি মাসে তাদের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান থেকে ৩০০০/- টাকা করে যদি সেই তাহলে নব্বই হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা আমাদের ইনকাম বেড়ে যাবে। মাসের প্রথমে রেজিস্ট্রেশন ও তালিকাভুক্তি বাবদ ৫০০০/- টাকা নেওয়া যেতে পারে।
- ৭.০ উন্নয়ন মূলক কাজ ও খরচের অনুমোদন :

পার্কে আডার গ্রাউন্ড ক্যামবলের কাজ চলছে। এই কাজের জন্য প্রায় ১ লক্ষ ৬ হাজার টাকা মঞ্জুরী ব্যয় হবে। এখানে ৩.৫০ লক্ষ টাকা প্রায় খরচ হবে। প্রায় ১.৭৫ লক্ষ টাকার মত কেবল বাবদ খরচ হবে সভাপতি মহোদয় ব্যবস্থা করে দিবেন প্যারাডাইস ক্যামবল থেকে। জনাব সহিদ সরওয়ার অনুদান দিয়েছেন ৫০ হাজার টাকা।
- ৮.০ বিবিধ :

আমাদের সিসি ক্যামেরা কার্যক্রমে রেন্ডিনিউ বাড়িয়ে ফাউ কালেকশান করতে একটি কমিটি আছে, এই কমিটিকে সক্রিয় করে হবে সিসি ক্যামেরার প্রজেক্ট যত তারাতারি সম্ভব শেষ করতে হবে।

ক্রিয়ামান সকল দোকান, হকার ইত্যাদি উচ্ছেদের পর সেক্টর অনেক সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হয়েছে। মুড়াক্ত সিদ্ধান্ত হলো আর কোনো আয়ামান দোকান বা হকার সেক্টরে বসতে দেওয়া হবে না।

3



নির্বাহী কমিটির সভাপতি ও চেয়ার (স্বয়ং) স্বাক্ষরিত হয়েছে, স্বাক্ষর সম্পন্নকৃত ও কলম দেওয়া



উত্তরা কল্যাণ সমিতি সেক্টর-৪

সড়ক নং-৬/এ, উত্তরা মডেল টাউন ঢাকা।
সভাপতি ও চেয়ার (স্বয়ং) স্বাক্ষরিত হয়েছে, স্বাক্ষর সম্পন্নকৃত ও কলম দেওয়া

- বিভিন্ন অনুমোদন ও খরচ :
- একজন ফুলটাইম মালি নিয়োগের অনুমোদন দেওয়া হয়। অফিসে কাজের জন্য কম্পিউটারের শেয়ার পিসি ডিভাইস কেনার অনুমোদন দেওয়া হয়। বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের অনুমোদন দেওয়া হয়।
- কনজারভেঞ্জী সাব কমিটিতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের লিয়াকত সাহেবকে সদস্য রাখার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- পরিশেষে সভাপতি মহোদয় সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ধন্যবাদান্তে,

নাসির জামিল

সাধারণ সম্পাদকের পক্ষে
সহ-সাধারণ সম্পাদক
উত্তরা কল্যাণ সমিতি সেক্টর-৪

বিতরণঃ

১. নির্বাহী কমিটির সকল সদস্য।
২. অফিস কপি।

4



নির্বাহী কমিটির সভাপতি ও চেয়ার (স্বয়ং) স্বাক্ষরিত হয়েছে, স্বাক্ষর সম্পন্নকৃত ও কলম দেওয়া